# ক্রিস্টোফার কলম্বাস

পরিমল পাত্র

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

# ।। লেখকের নিবেদন ।।

আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ওপর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে কলম্বাস সম্বন্ধে বিশদ জানার আগ্রহ হয়। কলম্বাস সম্পর্কে আমরা আর কতটুকু জানি। তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করার জন্যে সমুদ্র অভিযানে বের হয়ে একটি ভূ-খণ্ড আবিষ্কার করেন, যে ভূ-খণ্ডের নাম দক্ষিণ আমেরিকা। অবশ্য তিনি তা জানতেন না, জীবদ্দশায় জানতেও পারেননি যে তিনি ভারতবর্ষে যাবার সহজ সমুদ্র পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে যে বিশাল ভূ-খণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন তা কোনো দেশ নয়—একটা মহাদেশ। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বীপসমূহকে আজও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় এবং এখানকার আদিবাসীদের রেড-ইন্ডিয়ান বলা হয়।

ইউরোপের বাইরে তিনিই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সোনার সন্ধান পান। তিনি ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক ছিলেন। আদিবাসীদের শাসন করতেন নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে। আদিম হিংস্র মানসিকতা থেকে চরমতম বর্বরতা তাঁর চরিত্রে ছিল। এসব জেনে এবং শ্রীযুক্ত শংকরীভূষণ নায়েকের অনুপ্রেরণায় আমি 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস'-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ রচনায় প্রয়াস

পাই। শ্রীযুক্ত নায়েকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছি।

আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত পুলক বড়াল, শ্রীযুক্ত পঙ্কজ দেওয়ান, শ্রীমতি শ্রুতি মাইতি ও আমার পুত্র শ্রীমান নীলাদ্রি শেখর পাত্র নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে জানাই যে, নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পুস্তিকাটি রচিত হল। পুস্তিকাটি কিশোর-কিশোরীদের মনে ভ্রমণ-তৃষ্ণা জাগ্রত করে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করলে আমার শ্রম ও অভিপ্রায় সার্থক হবে।

বইমেলা ২০১৬ পরিমল পাত্র

# সূচিপত্র


- পটভূমি ১১
- জন্ম ও পিতৃপরিচয় ১৪
- শৈশব ও শিক্ষা ১৫
- কর্মজীবন ১৭
- প্রথম সমুদ্র অভিযানের পরিকল্পনা ২০
- প্রথম অভিযান ২৮
- দ্বিতীয় অভিযান ৪৭
- তৃতীয় অভিযান ৫৫
- কলম্বাসের বিচার ৭০
- চতুর্থ অভিযান ৭৪
- শেষ জীবন ৮২
- উপসংহার ৮৬
- পরিচয়পঞ্জি ৯৩
- ঘটনাপঞ্জি ৯৪

## ।। পটভূমি ।।

ষোড়শ শতকের আগে পৃথিবীর আকার আকৃতি সম্বন্ধে মানুষের সঠিক ধারণা ছিল না। তখন মানুষ যা দেখত সেটাই সত্যি বলে বিশ্বাস করত। বিজ্ঞান তখন উন্নত ছিল না, তাই আপাতদৃষ্টিতে, মানুষ যা দেখত সেটাই প্রকৃত সত্যি বলে ধরে নিত। সকালে পূর্বদিকে সূর্য ওঠে। সারাদিন আকাশ পরিক্রমা করে বিকেলে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়। সাধারণভাবে মনে হয় সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে সূর্য নয়—পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

যদি কোনো উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে বা গ্রামের দিকে কোনো বড়ো মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে চারিদিকটা দেখা যায় তবে আমরা দেখব যে পৃথিবীর ওপর তলটা প্রায় সমতল এবং তার চারিদিকে সারি সারি গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় ওখানেই বুঝি পৃথিবীর শেষ—"তেপান্তরের শেষ বুঝি ওই"। ওখানেই মাথার ওপর নীল আকাশ পৃথিবীর বুকের সবুজের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে দিগন্তরেখা। ওই দিগন্তরেখাই বুঝি মানুষের চেনাজানা জগতের পরিসীমা। তার ওপারে কী আছে তা কেউ বলতে পারে না। কেউ কোনোদিন সেখানে যায়নি, যেতে পারে না। কেউ যদি ঘোড়া ছুটিয়ে দিগন্তরেখা পার করতে চায় তবে সে নির্ঘাত নীচে পড়ে যাবে—বহু বহু নীচে। তারপর তার কী হবে? কেউ জানে না কী হবে? কেউ তো ভেবে দেখেনি এতসব।

ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছিল দিগন্তের ওপারে কী আছে? ওখানে কী যাওয়া যায় না? বড়ো হয়ে তিনিই প্রথম দিগন্ত

অতিক্রম করার দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে এলেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট স্পেনের বন্দর থেকে তিনি জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখল যে দিগন্তে গিয়ে ম্যাজেলানের জাহাজটা ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। আর তাঁকে দেখা গেল না। সবাই হায় হায় করে উঠল।

এরপর তিন বছর কেটে গেল। ম্যাজেলানের কথা তখন প্রায় সবাই ভুলে গেছে। তারা ধরেই নিয়েছিল যে ম্যাজেলান পৃথিবীর সমতল পৃষ্ঠের কিনারা থেকে জাহাজ সমেত খসে পড়েছে। তাঁকে আর পাওয়া যাবে না।

সে দিনটা ছিল ১৫২২ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল যে স্পেনের বন্দরে একটা জাহাজ ঢুকছে। আর সেটা সেই জাহাজটা, যেটায় চড়ে ম্যাজেলান অজানা সাগর পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। তবে কি ম্যাজেলান ফিরে এলেন তিন বছর পরে? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? ম্যাজেলান যে দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন এই জাহাজটাতো আসছে ঠিক তার বিপরীত দিক দিয়ে।

না, ভুল নয়; ঘটনাটা সত্যি। ওই জাহাজটাই ম্যাজেলানের এবং তিন বছর তিনি সোজা একই দিকে জাহাজ চালিয়ে স্পেনে ফিরে এসেছিলেন উলটো দিক দিয়ে। তখন সকলের ধারণা বদলে গেল। তবে তো পৃথিবী সমতল নয়। পৃথিবী যদি গোলাকার হয় তবেই তো এখন অদ্ভুত ঘটনা ঘটা সম্ভব।

পরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পৃথিবীর আকার-আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এখন একজন শিশুও বলতে পারে পৃথিবী গোলাকার, একটা কমলালেবুর মতো; দুই মেরু অঞ্চল একটু চাপা। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে লাট্টুর মতো ঘুরছে বলে পৃথিবীতে দিন-রাত্রি হয়। আবার সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরার ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়।

পঞ্চদশ শতকে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ছিল না। তখন যানবাহনও বিশেষ ছিল না। দ্রুতগামী স্থলযান বলতে ছিল

ঘোড়ায় টানা রথ বা ঘোড়ার গাড়ি। আর জলযান ছিল পালতোলা নৌকা ও জাহাজ। পাল তোলা জাহাজে চড়েই বণিকের দল বেরিয়ে পড়ত দূরদেশে বাণিজ্য করতে। নিজেদের দেশের পণ্য নতুন দেশে দিয়ে সেদেশের পণ্য নিয়ে আসত। তারা যে পথে যেত সেই পথেই ফিরে আসত। ব্যাবসা-বাণিজ্য করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবীকে একপাক দিয়ে ঘুরে আসারা কৌতূহল বা সাহস ও ইচ্ছা তাদের ছিল না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সহজ জলপথ আবিষ্কার করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

# ।। জন্ম ও পিতৃপরিচয় ।।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালির জেনোয়া শহর। এখানে বসবাস করতেন ডোমেনিকা কলম্বো ও তাঁর পত্নী সুসান্না ফন্টানারোসা। তাঁরা ছিলেন তন্তুবায়। তাঁদের প্রধান ব্যাবসা ছিল পশম বা উলের। সুসান্নার পিতারও উলের ব্যাবসা ছিল। ব্যাবসার জন্যে ডোমিনিকা কলম্বো জানতেন এমন সব দেশের কথা যেখানে উলের চাহিদা আছে বা যেসব দেশে ভালো তাঁতবস্ত্র তৈরি হয়।

এই কলম্বো পরিবারেই ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের জন্ম হয়। তাঁর জন্মসন সম্পর্কে অবশ্য সকলেই একমত নন। কেউ কেউ বলেন কলম্বাস ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইটালির জেনোয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বার্থোলোমিও, জিয়াভান্নি পেল্লেগ্রিনো এবং জিয়াকোমা নামে আরও তিনজন ছোটো ভাই এবং বিয়াঞ্চিনেত্তা নামে এক ভগিনীও ক্রিস্টোফারের পরে কলম্বো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

## ।। শৈশব ও শিক্ষা ।।

আর পাচজন শিশুর মতোই ভাইবোনদের মাঝে ক্রিস্টোফার কলম্বাস বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। সবার মতোই কলম্বাস গল্প শুনতে ভালোবাসতেন—বিশেষ করে রূপকথার গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প। আর পাঁচজন শিশুর সঙ্গে তাঁর যা পার্থক্য ছিল তা হল তাঁর কল্পনাপ্রবণ শিশুমন। বাবার কাছে গল্প শুনতেন প্রাচ্যদেশের কথা। শুনতেন ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের সূক্ষবস্ত্র যে তখন জগদ্বিখ্যাত। একজন তন্তুবায় ও পশম ব্যবসায়ী এসব খবর তো রাখবেনই। তিনি আরও জানতেন দূর প্রাচ্যের দারুচিনি দ্বীপের কথা। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে নানান মশলাদ্রব্য উৎপন্ন হত। এসব কথা শুনতে শিশু কলম্বাসের খুব ভালো লাগত। তার মন কল্পনার ডানা মেলে কোন্ দূর অজানার দেশে উধাও হয়ে যেত। পাখি হয়ে উড়ে বেড়াত গাছে গাছে। তাদের সঙ্গে গল্প করত। তাদের খবর নিত, তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনি শুনত। আর নিজের জেনোয়া শহরের কথা শোনাত। শোনাত তার মা-বাবা আর ভাই-বোনদের কথা। আবার কখনো কখনো-কল্পনায় জাহাজ চড়ে পাল তুলে দিয়ে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিত। খুঁজে বেড়াত নতুন নতুন দ্বীপ আর দেশের। যেন তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কিশোর কলম্বাস তাঁদের পারিবারিক ব্যাবসা উল বোনার কাজও করতেন। তবে এ কাজ তো তাঁর জন্যে নয়। তাঁর মন পড়ে থাকত ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে। দূর দেশ থেকে ভেসে আসা সওদাগরি জাহাজের দিকে। তিনি ভাবতেন ওইসব জাহাজের নাবিকদের কথা। তারা কত দেশ পাড়ি দেয়, কত নতুন নতুন দ্বীপে যায় বাণিজ্য করতে। কত